দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 11 1999 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম 2....

ক্যাডেট কলেজ
সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা জীবন

দেশে বর্তমানে দশটি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। এদের মধ্যে একটি হলো গার্লস ক্যাডেট কলেজ। এদের সকলের বার্ষিক ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৫০০ ক্যাডেট। দেশের সবচেয়ে আদি ক্যাডেট কলেজটি হলো চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট এলাকায়– ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। যার যাত্রা স্বাধীনতার পূর্বে। মোট চারটি ক্যাডেট কলেজ এ দেশে অনেক দিন ধরে কাজ করে আসছিল। পরে আশির দশকে ছয়টি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজকে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ক্যাডেট কলেজের পরিবেশ ও জীবন কেমন, এ নিয়ে খানিকটা সংশয়ে ভোগে ছেলেমেয়েরা। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ক্যাডেট জীবন শুরু হয় সপ্তম শ্রেণী থেকে। ক্যাডেটকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে আবাসিক অবস্থান নিতে হয় কলেজ প্রাঙ্গণে।

কলেজে প্রবেশের মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার অন্য জীবন। অনেক দিনের আলসেমি, অনিয়ম আর ব্যক্তিগত ইচ্ছার অবসান ঘটিয়ে তাকে চলতে হয় নিয়মের মধ্যে। ক্যাডেট কলেজে প্রবেশের সাথে সাথে তার নামের সাথে যুক্ত হয় ক্যাডেট। শব্দটি তার নামের আগে আঠার মতো লেগে থাকে ক্যাডেট জীবনময়। কলেজে প্রবেশের পরই তার ক্যাডেট জীবনে কি করণীয় আর কি করণীয় নয় তার একটি বিশাল হিসাব জেনে নিতে হয়। এসব নিয়মকানুনের বাইরে গেলে প্রয়োগ হবে শাস্তি।

সময়ানুবর্তিতা ক্যাডেট কলেজ জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। সময়মতো ক্যাডেটকে উঠতে হবে, পড়তে হবে, সময়মতো খেলতে হবে, খেতেও হবে সময়ের সাথে তাল রেখে। সময়ের সাথে মিলিয়ে ক্যাডেটকে শুতে হবে। সময়ের বাইরে গেলে চলবে না– আর এই রুটিন জীবন হলো একজন ক্যাডেটের জন্য অপরিহার্য।

একজন অভিভাবক যখন তাঁর সন্তানকে কলেজে নিয়ে যান, তখন সে বুঝতে পারে না, কি ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়। সে ঘুরেফিরে দেখতে থাকে সবকিছু হঠাৎ এক সময় হয়ত দেখা গেল ঐ অভিভাবক আর নেই। অনেক সময় বিদায়বেলার করুণ চিত্রকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য এমনটি কেউ কেউ করে থাকেন। এর পরই ক্যাডেটের সত্যিকারের ক্যাডেট জীবন শুরু হয়ে যায়। নিজেকে উপলব্ধি করতে শুরু করে সে। বিকালের নাস্তা সেরে চলে যেতে হবে মাগরিবের নামাজের জন্য কলেজ মসজিদে। নামাজের পর শুরু হবে প্রেপ বা প্রিপারেশন অর্থাৎ পড়াশোনার সময় এখন। এ সময় ক্যাডেটকে একাডেমিক ভবনে ক্লাসেই তার পড়াশোনা করতে হবে।

নবাগতদের জন্য এরপর শুরু হবে ক্যাডেট কলেজ জীবনের প্রথম ডিনার। এ নৈশভোজের সময় স্বাভাবিক কারণেই বেশ দীর্ঘ করা হয়। এর কারণ হলো নতুন সদস্য ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে আগমনের পর তার মন স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মায়ের জন্য ব্যাকুল থাকে; খাওয়াতে মনোযোগ ঘটানো ও নতুন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করার জন্যই এই বাড়তি সময় দেয়া হয়ে থাকে। রাতের খাবারের পর রাত দশটায় বাঁশির শব্দ শুনলে রুমের বাতি নিভিয়ে ফেলতে হবে। যেহেতু এখন আর জাগার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সব কাজ শেষ। এখন ঘুমিয়ে পড়তে হবে, আগামী দিনের অনেক কাজ বাকি– তাই সুস্থ দেহ, সুস্থ মন চাই। ভোরে বাঁশির শব্দে আবার তাকে জেগে উঠতে হবে এবং শারীরিক কসরতের জন্য তৈরি হয়ে যোগ দিতে হবে সবার সাথে। কলেজ এ্যাডজুট্যান্ট সেখানে পুরো ক্যাডেটের হিসাব-নিকাশ শেষ করে পিটির জন্য আদেশ দেবেন। এরপর প্রয়োজন হবে গোসলের। গোসল শেষ করে ক্যাডেটরা সরাসরি অবশ্যই বিশেষ সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে কলেজ ডাইনিং হলে চলে যাবে। সেখানে সে সকালের ভোজন শেষ করে তারপর প্রস্থান করবে কলেজ ভবনের উদ্দেশ্যে।

এখানে উল্লেখ্য, ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সবাইকে একই সমান সংখ্যক ক্লাস করতে হয়। প্রথম ৪টা ক্লাস শেষ হবার পর অর্থাৎ ১১টার দিকে ক্যাডেটরা সবাই চলে আসবে কলেজ ডাইনিং হলে। সেখানে নাস্তা খাবার পর আবার চলে যাবে একাডেমিক বিল্ডিংয়ে। সেখানে ১টার সময় শেষ হয়ে যাবে সকল পড়াশোনার কাজ। যথারীতি চলে আসবে ক্যাডেটরা দুপুরের খাবার খেতে। এরপর ক্যাডেটদের রেস্ট টাইম। এ সময়ে তাকে অবশ্যই বিছানায় থাকতে হবে। রেস্ট নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। রেস্ট টাইম শেষ হবার পর ক্যাডেট ফ্রি টাইমে চলে যাবে। এই ফ্রি টাইম মানে যা ইচ্ছা তাই করা নয়। তবে ক্যাডেটরা হাউসে লাইব্রেরি বা গেমস রুমে গিয়ে ইনডোর গেমস খেলতে পারে, কেউ ইচ্ছা করলে নিজস্ব কোন কাজ করতে পারে, যেমন চিঠি লেখা ইত্যাদি। ফ্রি টাইম পেরিয়ে যাবার পর ক্যাডেটকে চলে যেতে হবে খেলার মাঠে। কলেজে সব ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, তবে আগ্রহ ও যোগ্যতা মিলিয়ে ক্যাডেট তার খেলাকে বেছে নিতে পারে। সপ্তাহের কোন কোন দিন খেলার সময় আবার প্যারেডেও যোগ দিতে হয়। তবে নবাগত ক্যাডেটদের একটা বিশাল সময় এই প্যারেড শেখার পিছনে ব্যয় করতে হয়। এ ছাড়াও এক্সট্রা ড্রিল নামে এক বিশাল শাস্তির ব্যবস্থা আছে ক্যাডেট কলেজে। যা স্বেচ্ছাচারী ও অনিয়মানুবর্তিতা হবার থেকে সাবধান করে দেয়। এই শাস্তি ভাগ্যে জুটলে তাকে খেলা ফেলে ঐ সময়ে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে। খেলা শেষ করে হাউসে ফিরে ক্যাডেটরা গোসল সেরে প্রেয়ার ড্রেসে বিকালে নাস্তা খেতে যাবে। এভাবেই চলবে নবাগত ক্যাডেটের জীবন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরে প্রায় সাত বছর। অসুস্থ হলে তার জন্য ব্যবস্থা আছে কলেজ ক্যাম্পাসে হসপিটালের। একজন সর্বক্ষণিক সামরিক ডাক্তার এর জন্য প্রত্যেক কলেজে নিয়োজিত থাকেন। তবে মোটেও একঘেয়ে নয় এই কলেজ জীবন। সব ক্যাডেট কলেজেই সব ধরনের খেলা, সাঁতার, সাহিত্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে ছুটির দিনে ক্যাডেটদের কলেজ অডিটোরিয়ামে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করার ব্যবস্থা থাকে। নিজেদের শিল্পীর সমন্বয়ে প্রায়ই কলেজ অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্যাডেট কলেজগুলোর অধিকাংশে তিনটি করে হাউস আছে। সকল ক্যাডেটই কোন একটা হাউসের সদস্য, যার সিদ্ধান্ত কলেজ প্রশাসন নেয়। প্রত্যেক হাউসের অবস্থান নির্ধারণ করা হয় তার পুরো ক্যাডেটের রেজাল্ট, তাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব, তাদের গেমসের কৃতিত্ব– সবকিছুই মিলিয়ে। যারা ভাল করবে তাদের হাউস প্রথম হবে। এজন্য ক্যাডেটদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা থাকে সব সময়ই। হাউস পরিচালনার জন্য একজন করে হাউস লিডার, একজন সহকারী হাউসলিডার, একজন গেমস প্রিফেক্ট, একজন হাউস কালচারাল প্রিফেক্ট সিলেকশন দেয়া হয়। এটা অবশ্যই চূড়ান্ত বা শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকেই হয়ে থাকে। প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার শীর্ষে অবস্থান করেন অধ্যক্ষ, তিনি সামরিক বাহিনীর বা শিক্ষকদের মধ্যে থেকেও হতে পারে। এ্যাডজুট্যান্ট থাকেন সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন বা মেজর যাঁর মূল দায়িত্ব নিয়মকানুন ও সবকিছু সুন্দরভাবে চলার ব্যবস্থা করা। পান থেকে চুন খসলে তা এ্যাডজুট্যান্টের দায়িত্বে এসে যাবে। নানান নিয়ম আর নিরাপত্তার মধ্যে পরিচালিত হয় ক্যাডেট জীবন। আর নিয়মানুবর্তিতা যে ফসলতার চাবিকাঠি তার প্রমাণ ক্যাডেটরা দিয়ে আসছে এসএসসি, এইচএসসির ফলাফলে। ফলে যত দিন পেরিয়ে যাক না কেন পুনর্মিলনীর সুযোগ এলেই ছুটে যেতে ইচ্ছা করে দিনরাত কাটানো কলেজ প্রাঙ্গণে।

—নজরুল ইসলাম